তারিখ ... [illegible] ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

ফিচার

কিনডার গার্টেন স্কুলগুলো শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক না প্রতিবন্ধক

শারমিন সুলতানা

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে বিশেষ করে শহরগুলোর অলি-গলিতে গড়ে উঠছে অসংখ্য কিনডার গার্টেন স্কুল। এখন দেশে রেজিস্ট্রেশনকৃত ও নন রেজিস্টার্ড সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৫৮ হাজার ৩০০ শত এবং ৬-১০ বছরের স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৭৩ লাখ ১৫ হাজার ২ শ' ৯৬। জনসংখ্যাবহুল একটি দেশের সরকারের পক্ষে এই চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় কিনডার গার্টেন স্কুলগুলোর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

কোন প্রতিষ্ঠানের যেমন একটি নিজস্ব কাঠামো থাকে ঠিক তেমনি বিদ্যালয়ের রয়েছে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া করে ছোট ও ঘিঞ্জি পরিবেশে চলছে শিক্ষাদান কার্যক্রম। একটি বিদ্যালয় শুধু শিশুদের শিখনের কেন্দ্রই নয়, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের যথাযথ স্থানও বটে। কিন্তু বর্তমানে পরিচালিত এসব স্কুল শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে কতটুকু সহায়ক?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ মো. নাজমুল হক বললেন, 'শিশুর বিকাশ বহুমুখী যেমন- শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও ভাষাগত বিকাশ। একটি শিশুর জন্য এর সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সরকারি বা কিনডার গার্টেন যে বিদ্যালয়ে হোক না কেন আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটে না।'

আমাদের বিদ্যালয়গুলো বিশেষ করে কিনডার গার্টেন স্কুলগুলো লেখাপড়ার কার্যক্রম থেকে বাইরে যেতে পারছে না। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোতে শিশুর শারীরিক ও আবেগিক বিকাশে নানা ধরনের কার্যক্রম থাকা উচিৎ। সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে অনেক জায়গা থাকে এবং শিক্ষকরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত থাকে বিধায় সেখানে কিছুটা হলেও ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। কিন্তু কিনডার গার্টেন স্কুলে জায়গা থাকে খুবই সীমিত এবং শিক্ষকদেরও নেই কোন ধরনের প্রশিক্ষণ। এসব স্কুলে নম্বর প্রাপ্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই এসব স্কুল থেকে ভাল নম্বর প্রাপ্ত প্রচুর ছেলেমেয়ে পাওয়া গেলেও ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে তারা বেশি কিছু দিতে পারবে না।

নাজমুল হক আরও জানান, বিদেশে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, বদ্ধঘরে শিশুদের শিখনে সময় বেশি লাগে। যেহেতু বর্তমানে সীমিত জায়গায় অর্থাৎ ফ্ল্যাটবাড়িতে বসবাস ও স্কুলগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং বাচ্চাদের খোলামেলা জায়গায় খেলাধুলার সুযোগও একেবারে কম,' ফলে শিশুদের ওজন যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক তেমনি তাদের খাবার গ্রহণের প্রবণতাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিত পড়াশোনার প্রবণতা কমে যাচ্ছে এবং শারীরিক ওজন বেড়ে যাওয়ায় ধীরে ধীরে সে কর্মবিমুখ হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে কিনডার গার্টেন স্কুলগুলোতে অধিক পরিমাণে বই মুখস্ত করানোর ফলে বাচ্চারা ধীরে ধীরে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহও হারিয়ে ফেলছে।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মেহজাবীন হক বললেন, 'দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাল স্কুলগুলোতে ভর্তি প্রতিযোগিতা যেমন বেড়ে গেছে তেমনি অভিভাবকদের মধ্যে সন্তানকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর আগ্রহও বেড়েছে। আর মানুষের এ অসুবিধার সুযোগ নিয়ে কোন রকম বাছবিচার ছাড়াই কিনডার গার্টেন স্কুল গড়ে উঠছে। অনেক বেতন নিচ্ছে, অনেক বই দিচ্ছে কিন্তু কতখানি শিক্ষা দিচ্ছে, কিংবা আসলেই যথাযথ শিক্ষা দিচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে।

একটি স্কুল করতে হলে অবকাঠামোগত ও অন্যান্য কিছু সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার কারণ শিশুরা দিনের বেশির ভাগ সময়ই স্কুলে অতিবাহিত করে। তাই বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ হতে হবে আলো বাতাসপূর্ণ। খেলার জন্য থাকতে হবে মাঠ, বাগান এবং থাকতে হবে নিজস্ব স্কুল ভবন। সর্বোপরি স্কুলগুলোতে শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ থাকতে হবে।

কিন্তু অধিকাংশ কিনডার গার্টেন স্কুলে নেই নিজস্ব ভবন, বাচ্চাদের খেলাধুলার জন্য মাঠ। বাসাবাড়ি ভাড়া করে পরিচালিত হচ্ছে সবধরনের শিক্ষা কার্যক্রম, এমনকি গ্যারেজ, বারান্দাতে ঘেরাও দিয়ে ক্লাস রুম বানানো হচ্ছে। এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে যেতে হচ্ছে বাথরুমের মধ্য দিয়ে। স্কুলের পাশেই থাকছে গার্মেন্টস, বাসাবাড়ি, অনেক রকম লোকজনের যাতায়াত যা প্রতিনিয়ত বাচ্চাদের মনোযোগ নষ্ট করছে।

এছাড়া দেখা যাচ্ছে একটি স্কুলের সঙ্গে অন্যস্কুলের সিলেবাস ও বইয়ের কোন মিল নেই। শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর কোন ব্যবস্থা নেই। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতে তারা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের এবং শিশুদের জন্য অনুপোযোগী বিদেশী বই মুখস্ত করাচ্ছে। এছাড়া ইংরেজি মাধ্যমগুলোতে আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস সম্পর্কে জানানোর কোন ব্যবস্থা নেই, বললেন মেহজেবীন হক।

দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিভাবে চলবে তা দেখার জন্য যেমন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন রয়েছে। সরকারি, বেসরকারি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম দেখার জন্য থানা ও উপজেলা পর্যায়ে থানা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারি শিক্ষা অফিসার রয়েছে তেমনি এই স্কুলগুলোর জন্য এরকম কোন ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার বলে মনে করেন তিনি।

সমাজবিজ্ঞানী ড. রাশেদা ইরশাদ নাসির বললেন, বর্তমান সময়ে শিশুদের স্কুলে যাওয়া আনন্দের না হয়ে যন্ত্রণায় হয়ে পড়েছে। কারণ বাসায় যেমন তাদেরকে বন্দী জীবন কাটাতে হচ্ছে স্কুলেও আবদ্ধ পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মো. হাবিবুর রহমান বললেন, 'এ ধরনের স্কুলগুলোতে বিদেশী বইপত্র পড়ায় কিন্তু এতে তাদের সার্বিক উন্নয়ন হয় বলে মনে হয় না।

খেলাধুলার মাধ্যমে ব্যায়াম করা ও বন্ধুদের সঙ্গে সংযোগের কোন সুযোগ নেই। তাই পড়াশোনায় ভাল হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়ে।'

তিনি বললেন, 'আমার বিদ্যালয়ে একটা সময় থাকে যখন ছেলেমেয়েরা শুধু খেলাধুলা করে। খেলাধুলার মাধ্যমে তারা একে অন্যের সঙ্গে ভাবের আদান- প্রদান করে এবং একে অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।' তাই বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধাও থাকা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

ঢাকার মালিবাগের একটি কিনডার গার্টেন স্কুলের (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) প্রধান শিক্ষক বললেন, কিনডার গার্টেন স্কুলগুলো যেহেতু পুরোপুরি ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয় তাই সরকারি বিদ্যালয়ের মতো সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়া সম্ভব নয়।

সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একটি বিদ্যালয়ের পরিবেশ হতে হবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সহায়ক। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো হবে শিশুর চলাফেরার উপযোগী এবং খোলামেলা। একটি শিশু তার ক্লাশরুমে যাতে কোন প্রকার দুর্ঘটনার শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর অনুপাত হতে হবে ১:২০ এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক হতে হবে বন্ধুভাবাপন্ন। এছাড়া স্কুলের মধ্যে খেলার মাঠ ও বাগান থাকতে হবে। শিক্ষার উপকরণ ক্লাশরুমে কিংবা বিদ্যালয়ের মধ্যেই থাকতে হবে। কারণ দেখে শিখলে তা বেশি মনে থাকে।

সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত ক্লাশরুম, খেলার মাঠ ও অন্যান্য সুবিধা থাকলেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪৬, অন্যদিকে কিনডার গার্টেন স্কুলগুলোতে এই অনুপাত তুলনামূলকভাবে ঠিক থাকলেও অন্যান্য সুবিধা নেই। এছাড়া সরকারি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক মনোবিজ্ঞানীর দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাচ্চাদের উপযোগী করে মুদ্রণ করা হয়, কিন্তু কিনডার গার্টেনে তা বিবেচনায় আনা হয় না, যে কারণে অধিকাংশ কিনডার গার্টেনকে এক ধরনের জেলখানার সঙ্গে তুলনা করা হয়। নিউজ নেটওয়ার্ক